TWO YEARS OF MODI'S RULE AND UNSOLVED LAND QUESTION

[15.06.2016]

The Big Capital brought its 'B Team' BJP in India's power centre when it's 'A team' INC got stuck in one after another antI-people steps and scams while unlawfully serving their interest. The process was legitimized through the Great Indian Theatre, the General Election. This time The Big Capital brought a pro-capital highly ambitious criminal lobby inside BJP for their more aggressive land and resource grabbing, plundering and profiteering programmes.

From then Narendra Modi is trying that in home and is appeasing SAM Uncle in abroad and is acting its agent for nuke selling. He did neither keep a single electoral promise, nor did anything for real development of the country. INC sold its oil reserve to Ambani in a very low price and then Ambani profiteered by selling it in high price to a British Company. Likewise Modi Govt. invited Ambani in Defense manufacture and again Ambani is profiteering by outsourcing them to Ukraine farms. When the country is reeling under unprecedented water scarcity and drought Modi Govt. sided to the Sugar and IPL mafias who are the main creators of the scarcity. Modi snatched the money deposited in banks and provident fund by millions of toiling employees and workers but allowed the major fund eloper Vijoy Maliya to flee. When the oil price is all time low in last two years he presented us the all time high price rise of food particles in last two years. When systematic genocide is happening in the tribal heart land in Chhattisgarh, when all different views and voices are strangled by religious terrorist forces, when J&K and North Eastern states are treated as occupied colonies he is showing India's progress in teleprompter generated speeches in US Congress or by showing some Spanish super-fast railway coaches. …….

The basic question of India's development, i.e., land question, is not resolved after 70 years of 'Independence'. Here we are posting an important article on that "**Tebhaga to Bhatta Parshal: unsolved land question"** along with a short **interview of Mahasweta Devi** in her residence. Both were published in 'Swsthya Siksha Unnayan' five years back.

সাক্ষাৎকার —

মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার

[আমরা উপস্থিত হয়েছি 'হাজার চুরাশীর মা', 'অরণ্যের অধিকার', 'বসাই টুডু', 'চেট্টি মুন্ডা ও তার তীর', 'রুদালী', 'তিতুমীর' প্রমুখ কালজয়ী উদ্দীপনাময় গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে। 'ম্যাগসাইসাই', 'পদ্মভূষণ', 'আকাদেমী', 'জ্ঞানপীঠ', 'বঙ্গবিভূষণ' অসংখ্য সম্মানে ভূষিতা মহাশ্বেতা দেবী শুধু একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকই নন তিনি আদিবাসী, ভূমিজ, অন্ত্যজ, দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লড়াইয়ের একজন সক্রিয় সংগঠক। 'যুবনাশ্ব' মনীশ ঘটকের কন্যা, ঋত্বিক ঘটকের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিজন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী, নবারুন ভট্টাচার্য্যের মা অশীতিপর মহাশ্বেতা দেবী যেখানে যত অন্যায় ধারাবাহিক ভাবে তার তীব্র প্রতিবাদী। এককথায় বাংলার জাগ্রত বিবেক। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বলিষ্ঠ অথচ আন্তরিক ভাষায় আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ------ সম্পাদকমণ্ডলী]

প্রশ্ন : ১৯৪৭-র পর ভারত সরকার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। সেগুলি কতটা কার্য্যকরী হয়েছে?

উত্তর : আমি আমার দেশকে যতটুকু দেখেছি, এইসব সুবিধার ছিটেফোঁটাও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনজাতিগুলির মধ্যে পৌঁছয় নি। তারা অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা, পাণীয় জলের অভাব, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অভাব, এইসব নিয়েই বসবাস করছেন। পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, চা-বাগান, খাদান, সুন্দরবন, চর, উপকূল ও ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ।

প্রশ্ন : এইসব পশ্চাৎপদ এলাকার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি আদিবাসী-জনজাতিদের কখনও পশ্চাৎপদ বলি না। তাদের রয়েছে উন্নত ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তারা শরীরকে নীরোগ রাখার অনেক উপায় নানারকম বনৌষধি ব্যবহার জানে যা আমরা জানি না। এগুলিকে নানা কায়দায় ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। আমলাশোলে কেন মৃত্যু হয়েছিল জানেন? সেখানে আদিবাসীদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যে জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তারা বেঁচে থাকেন।

প্রশ্ন : তথাকথিত জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে আপনার মতামত কি?

উত্তর : অবিলম্বে এই সার্কাস বন্ধ হোক।

প্রশ্ন : তাহলে ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর : আপনারা গ্রামে গিয়ে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে পারেন। তরুণ চিকিৎসকদের উদ্দীপিত করতে হবে। সব জায়গায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, তাছাড়া সেগুলি ভালভাবে চলে না। আপনারা স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবেন, সচেতন করবেন, রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, জ্বর-জ্বালার ওষুধ দেবেন। ঐসব ভিটামিন-টনিক ইত্যাদি দেওয়ার দরকার নেই। শিক্ষার উপর খুব জোর দিতে হবে। একবার আমরা তিনমাস খেড়িয়া শবরদের মধ্যে শিক্ষাক্রম চালিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের কি লাভ হল?' 'মা আমাদের একটা লাভ হয়েছে, ডাইন নাই আমরা ডাইনীকে তাড়াতে পেরেছি।

প্রশ্ন : পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর : অনেক কিছু করতে পারেন। খুব সহজ বাংলায় লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে লিখতে হবে। ব্যাপক মানুষর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে —

তেভাগা থেকে ভাট্টা পারসল ঃ অমীমাংসিত জমির প্রশ্ন

— অরণি সেন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের জন্য যেমন কোন মার্কিন মিসাইল প্রয়োজন হয়নি পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনের অবসানের জন্যও কেন্দ্রের সংবিধানের কোন ধারা প্রয়োগ করতে হয়নি। উভয়েই আভ্যন্তরীণ পচন ও বিকৃতির জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর উত্তাল গণআন্দোলন ও শেষে নির্বাচনের মাধ্যমে পরাস্ত হয়। কিন্তু চুম্বকে যদি প্রশ্ন করা হয় কেন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট হেরে গেলে দুটি নাম প্রথমেই আসবে — সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম। আর সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম হল আদতে কৃষকের জমির অধিকার রক্ষার প্রশ্ন।

সুপ্রকাশ রায় তার বিখ্যাত গ্রন্থের মুখবন্ধেলিখেছিলেন যে ভারতের ইতিহাস আসলে ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। সত্যিই তো এই একবিংশ শতাব্দীতেও ১২০ কোটি ভারতীয়র প্রায় ৭০ ভাগ ৮৫ কোটি মানুষ গ্রামে বাস করেন ও কৃষির সাথে যুক্ত। প্রবন্ধের পরিসর না বাড়িয়ে আমরা ১৯৪৭ থেকে শুরু করি। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা যখন পুঁজির নিয়ন্ত্রণ রেখে এবং হিন্দু-মুসলমান বিষ ঢেলে ভারতকে ভাগ করে চির দুর্বল করে দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ববৃহৎ অথচ আপোষপন্থী ধারা 'জাতীয় কংগ্রেসের'র ভারতীয় নেতাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন তখন নবীন রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-দেশভাগ এবং ব্রিটিশ-ইস্পাহানী সৃষ্ট ভয়াবহ মন্বন্তরের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করছিল দেশের নানা প্রান্তে কৃষক আন্দোলন।

এদের মধ্যে প্রধান ছিল সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে হওয়া '**তেভাগা আন্দোলন**' (১৯৪৬-১৯৫১)। ফসলের তিনভাগের একভাগের দাবীতে 'আঁধিয়ার' বা ভাগচাষীরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সাথে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জমির দাবী, উপযুক্ত মজুরী, সামন্ত শোষণের অবসান, পশ্চাদপদ রাজবংশী, মুসলমান, আদিবাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগ মিলেমিশে এক জনপ্রিয় জোরালো রূপ নিল। অতীতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপানো ভবানী পাঠক, মজনু শাহ্, দেবী চৌধুরাণীদের নেতৃত্বাধীন 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র ছায়া দেখা গেল তেভাগার ঝলকে। তেভাগার অবিসম্বাদী নেত্রী ইলা মিত্রের মধ্যে গোলাম কুদ্দুস 'স্তালিনের কন্যা'কে আবিষ্কার করলেন এবং মরমিয়া কবি জীবনানন্দ তার অপরূপ ভাবালু চোখ দিয়ে দেখতে পেলেন 'নাটোরের বনলতা সেন'কে। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের স্নাতক পরবর্তী নকশাল নেতা চারু মজুমদার তখন পচাগড়ে কৃষক আন্দোলন মকসো করছেন। দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে পুলিশের গুলিতে কৌশল্যা কামারাণীর নেতৃত্বে ২২ জন কৃষক যোদ্ধা শহীদ হলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যে সমস্ত সরকার ক্ষমতায় এলেন তারা হয় কৃষির সমস্যাটি অর্থাৎ জমির সঠিক বন্টন, সঠিক মজুরি, কৃষি উপকরণের মালিকানা, উন্নত অথচ কৃষক ও পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন প্রণালী, সঠিক জলসেচ-বিদ্যুৎ-সার-বীজ সরবরাহ, ফসলের উৎপাদিত মূল্য, সংরক্ষণ, বাজার, রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়গুলি বুঝলেন না বুঝতে চাইলেন না অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ ও ভূস্বামী-কুলাকলবির চাপে এড়িয়ে গেলেন। তাই এই বুনিয়াদী প্রশ্নটি অমীংসাসিত রইল এবং একের পর কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ আছড়ে পড়ল। তাই আজও ওড়িষার জগৎ সিং পুরে 'পস্কো' বিরোধী আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা-গৌতম বুদ্ধ নগরের কৃষক আন্দোলনগুলিকে ঘিরে রাজনীতির কারবারীদের এত তৎপরতা। মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যা। সিঙ্গুর ওনন্দীগ্রাম (প: বঙ্গ), মানসা (পাঞ্জাব), খাম্মামাম (অন্ধ্র), দিসপুর (অসম), ভাট্টাপারসল (উত্তরপ্রদেশ), জৈতাপুর (মহারাষ্ট্র) প্রভৃতি এলাকায় উদীয়মান কৃষক আন্দোলনে সামন্ত ও রাষ্ট্রশক্তির দমনপীড়ন। সিঙ্গুরের তাপসী মালিক থেকে মানসায় কবি বিয়ন্ত কন্যার উপর বর্বরোচিত অত্যাচার।

উত্তরবঙ্গের তেভাগার পরে অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের অভাবী অত্যাচারিত কৃষকরা মূলত জমির দাবীতে শুরু করলেন **তেভাগা দুই**। তার জনপ্রিয় নেতা ছিলেন কংশারী হালদার। শহীদ কৃষক রমণী অহল্যামার শোকগাঁথা অমর হয়ে থাকল সলিল চৌধুরীর লেখনীতে। কেরলের **পুনাপ্পা ভায়লারে** কৃষকদের জমি দখলের লড়াই সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। **তেলেঙ্গানার** বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিপীড়িত আদিবাসী কৃষকেরা অত্যাচারী নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করেছিল তা এলাকা দখল ও সমান্তরাল প্রশাসন স্থাপনের পর্যায় পৌঁছে গেল। ভারত সরকার প্রমাদ গুণে শেষে সরাসরি সামরিক আক্রমণ করে তা দমন করলেন। বহু আদিবাসী কৃষকের মৃত্যু হল। গোদাবরী পারুলেকারের নেতৃত্বে **মহারাষ্ট্রের** আদিবাসী কৃষকেরাও চালালেন বীরত্বব্যঞ্জক লড়াই।

সমগ্র ৫০ ও ৬০-র দশক জুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যানবাহন ভাড়া বৃদ্ধি, ভাষা-সাংস্কৃতির দাবী, খাদ্যের ও কর্ম সংস্থানের দাবীর সাথে সাথে কৃষকের দাবী নিয়ে দিকে দিকে গণ ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। ১৯৬৭-র উত্তরবঙ্গের প্রান্তে অখ্যাত **নকশালবাড়িতে** কৃষক হত্যা 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের' মত দাবানল সৃষ্টি করল। **শ্রীকাকুলাম** (অন্ধ্র), **ওয়াইনাদ** (কেরল), **ভাতিন্দা** (পাঞ্জাব), **লখিমপুর** (উত্তর প্রদেশ), **ধরমপুরি** (তামিলনাড়ু), **মুজাঃফরপুর** (বিহার), **গুণপুর** (ওড়িষা), **গাড়িচোলী** (মহারাষ্ট্র), **কৈলাশহর** (ত্রিপুরা) প্রভৃতি এলাকায় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। খতম-ধ্বংসের আন্ধাগলিতে এই আন্দোলন গুলিকে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি যতই সমালোচনা হোক না কেন এই আন্দোলন গুলি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন ছুড়ে দিল — (১) জমির প্রশ্ন, কৃষকের স্বার্থ ও কৃষির উন্নয়ন অমীমাংসিত রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়; (২) আমূল ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং (৩) কৃষকের রাজনৈতিক অধিকার নির্দ্দিষ্টভাবে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

৭০ দশকের শুরুতে ইন্দিরা গান্ধীর 'স্বর্ণযুগে'র সময় বাংলাদেশ গঠন, সোভিয়েত মডেলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগঠন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রভৃতির মত মার্কিন-ইজরায়েলি প্রযুক্তি, বহুজাতিক সংস্থাগুলির (MNC) পুঁজি ও পরিকল্পনায় উত্তর-পশ্চিম ভারতে **'সবুজ বিপ্লব'** সংগঠিত হল। ভাকরা বাঁধ হল, ইন্দিরা নহর কাটা হল, পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লী এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ও রাজস্থানের কিছু অংশে ব্যাপক ফলন বৃদ্ধি ঘটল। কুলাকরা খুবই লাভবান হলেন এবং বর্দ্ধিত মজুরির আশায় বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে কৃষি শ্রমিকরা ছুটলেন নতুনভাবে ভূমিদাস ও যৌন দাসী হতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বৃহৎ খামারগুলিতে। সরকার কিন্তু লাভবান হলেন না কারণ এই শক্তিশালী কুলাক লবিকে, বেশীরভাগ সাংসদ যাদের নিয়ন্ত্রণে, তুষ্ট করতে বিনামূল্যে জল ও বিদ্যুৎ, ভর্তুকিতে সার, বীজ ও তেল এবং কুলাকদের সহায়ক মূল্যে ফসল সংগ্রহের জন্য কোষাগারের গুণাগার দিতে হল। সাধারণ মানুষেরাও কোন উপকারে লাগল না। সরকারের সদিচ্ছার অভাবে ও গণবন্টন ব্যবস্থার ত্রুটিতে ফুড কর্পোরেশনের গুদামে খাদ্যশস্য পচতে লাগল। আর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্ধাহার - অনাহারও সমান তালে চলতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই বিদেশী নির্ভর এবং অতিরিক্ত জল, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার, জি. এম. বীজ, ক্ষতিকর কীটনাশক ও অধিক অর্থনির্ভর 'সবুজ বিপ্লব' নিজেই মুখ থুবড়ে পড়ল। তার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার Top Soil, ph ও water table নষ্ট করে নদীর নাব্যতা ধ্বংস করে, কৃষকদের মহাজনী ঋণে জড়িয়ে ঊষর প্রান্তরে পরিণত করে দিল। জন্ম দিল নতুন এক কৃষি সঙ্কটের।

এই কৃষি সঙ্কটজাত দ্বন্দ্ব মধ্য বিহারের লেলিহান ক্ষেত ক্ষামারে এক নতুন গণজাগরণের সূচনা করল যেখানে গরীব দলিত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর সমানে সমানে টেক্কা দিল ভূস্বামী-মোহান্তদের 'সশস্ত্র সেনা' ও রাষ্ট্রশক্তির সাথে। অগুন্তি গণহত্যায় শোন-পুনপুনদের জল লাল হয় গেল। সর্বোদয় আন্দোলন ও লোহিয়াপন্থী সমাজবাদী ধারায় স্নাত জয়প্রকাশ নারায়ণ এই বিহারের বুকেই এমন এক গণ আন্দোলন শুরু করলেন যা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এক সময় 'ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্র' কে দিল্লীর মসনদ থেকে হটিয়ে দিল। প্রথমে জনতা দল, পরে আবার কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় ফিরে এল। কিন্তু কৃষির মূল সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রেখে কিছু উপরিসৌধগত পুঁজিবাদী সংস্কার করা হল যা অচিরেই কৃষিতে নতুন ধরণের সঙ্কট ডেকে আনল যাতে পুঁজিবাদী ও ধনী কৃষকরাও জড়িয়ে পড়ল। এই সময় আমরা দেখলাম শরদ যোশির নেতৃত্বে

মহারাষ্ট্রে, নারাঞ্জুনাদাশ স্বামীর নেতৃত্বে কর্ণাটক, নাইডুর নেতৃত্বে তামিলনাড়ুতে, টিকায়েতের নেতৃত্বে জাঠ বলয়ে বিশাল বিশাল কৃষক আন্দোলন। এছাড়াও উত্তরাখণ্ডে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে, নর্মদা অববাহিকায় মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে, দাল্লি-রাজহারায় শঙ্কর গুহ নিয়োগীদের নেতৃত্বে যে পরিবেশ -জল-শ্রমিক সংক্রান্ত আন্দোলনগুলি প্রবলরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে ব্যাপক সংখ্যক গরীব ও উচ্ছেদ হওয়া কৃষক অংশ নিছিলেন। বিহারের ঝাড়খণ্ড ও অসমের কার্বি আঙলঙ অঞ্চলে যে শক্তিশালী জাতিসত্বা আন্দোলন এবং অন্ধ্র- ওড়িষা - ঝাড়খণ্ডে যে সশস্ত্র গিরিজন আন্দোলন চলছিল তাতেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী কৃষক অংশ নিচ্ছিলেন। একইভাবে মহারাষ্ট্র কর্ণাটকের দলিত প্যন্থার আন্দোলনে।

৯০-র দশক ও তার পরে অমীমাংসিত কৃষির প্রশ্নে অস্থিরতা ও আন্দোলন চলতেই লাগল। '৭৭ এ জনপ্রিয় রায়ে প: বঙ্গে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট 'অপারেশন বর্গা' চালু করেও পেছিয়ে আসেন। অনুরূপভাবে '০৫ এ জনপ্রিয় ভোটে বিহারের শাসন ভার নিয়ে নীতিশ কুমার 'বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের'র ভূমি সংস্কারের নীতি প্রয়োগ করেও তুলে নেন। এই পর্যায়ে অন্ধ্রের খাম্মামামে, পাঞ্জাবের মানসায়, ওড়িষার কলিঙ্গনগর জগৎসিংপুরে বড় বড় কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির নির্দ্দেশে বামফ্রন্টের সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম অপারেশন এবং তার প্রতিবাদে ব্যাপক কৃষক প্রতিরোধ ও নাগরিক উত্থান এখন জ্বলন্ত ইতিহাস। ব্যাপক দারিদ্র্য, অনাহার, অভাব, রোগ, অপুষ্টি, অশিক্ষা, জাত-পাত, লিঙ্গ বৈষম্য, কুসংস্কার, পশ্চাদপদতা, বেকারত্ব প্রভৃতি হটাতে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আধুনিকতার পথে হাঁটতে হবে। কিন্তু তা হবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ, মানুষের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন এবং পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে। এবং অবশ্যই ভারতীয় সমাজের মূল সঙ্কট কৃষির অমীমাংসিত সমস্যাগুলি সমাধান করে।

—— ● ——

○ ১৯ থেকে ২৯ জুলাই' ১১ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে ছটি বিদেশ থেকে ও ভারতের সব ক'টি জেলার মোট তিন হাজার প্রতিনিধি 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক বৃহন্নলা সম্মেলনে' যোগ দেন এবং বঞ্চিত ও অবহেলিত বৃহন্নলাদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধার দাবী তোলেন।

○ দিল্লীর রামলীলা ময়দানে 'জন লোকপাল বিলে'র দাবীতে আন্না হাজারের অনশন আন্দোলনে IMA-র ব্যানারে কয়েকশ চিকিৎসক যোগ দেন।

○ **কোন হাত না দিয়ে চোখের অস্ত্রপ্রচার** ঃ চোখের ফেকো প্রমুখ আধুনিক অস্ত্রপচারে সাধারণভাবে ৪০% হাতের ব্যবহার হয়। সম্প্রতি হায়দরাবাদের ম্যাক্সিভিশনের চক্ষু সার্জনরা ফেমটো সেকেন্ড নামক লেসারের সাহায্যে সম্পূর্ণ মানুষের হাত বর্জন করে চোখের অস্ত্রপচার করেছেন। এই পদ্ধতিতে কাঁটা (incision) আরও নিখুঁত হয়েছে এবং Refractive surgery-র কারণে রোগীকে চশমা বা কনটাক্ট লেন্স পরতে হচ্ছে না।

○ **PSLV-C17-র মাধ্যমে G SAT - 12-র সফল উৎক্ষেপন** ঃ ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ISRO, Polar Satillite Launce Vehicle (PSLV) - C 17 -র মাধ্যমে যোগাযোগ উপগ্রহ GSAT - 12 কে সঠিকভাবে Geo-synchronous transfer orbit (GTO) তে উৎক্ষেপন করে পাঠাতে সফল হয়। এটি PSLV-র অষ্টদশ সাফল্য।